গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা | ১২ মে - ১৮ মে ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি
মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

৫ আগস্ট ২০২২ - ৫ আগস্ট ২০২৩

কমরেড শিবদাস ঘোষ
রচনাবলি
পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত

মহান নেতার শিক্ষা থেকে ● ছয়ের পাতায়

‘নব জোয়ার যাত্রা’ দেখিয়ে দিল পঞ্চায়েত ভোটে টিকিট পেতে কেন এত কাড়াকাড়ি

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ-২ ব্লকের নোদাখালি মোড়ের চায়ের দোকানে বসে সেদিন এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর হাসি আর বাধ মানে না— তাঁর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের ‘সন্ত্রাস বিহীন’ ভোটের বাণী খবরের কাগজে পড়ছিলেন তিনি। পাঁচ বছর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমার দিনে ডোঙাড়িয়া স্কুল মোড়ের এস ইউ সি আই (সি) অফিসে বন্দুকধারী মস্তানদের হামলা নিজের চোখে দেখেছেন তিনি। সে হামলা কার নির্দেশে হয়েছিল সে কথাও তাঁর অজানা নয়। ডায়মন্ডহারবারের এসডিও অফিসে এস ইউ সি আই (সি) সহ সমস্ত বিরোধী দলের মনোনয়ন জমা করতে তাঁর দলের মস্তানরা কী ভাবে কার নির্দেশে বাধা দিয়েছিল সে কথাও বেশ জমিয়ে পরিবেশন করছিলেন তিনি। এই এলাকায় দলের সাংসদের ইশারা ছাড়া যে কিছুই ঘটে না, সে কথাও তাঁর জানা। তাই ‘সন্ত্রাস বিহীন ভোটের’ স্বরূপটা কেমন, তা আন্দাজ করেই এই হাসি।

২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে কী ভাবে ‘বিরোধীশূন্য’ ভোট হয়েছিল তার সাক্ষী অবশ্য সারা পশ্চিমবঙ্গ। এ বছর আবার পঞ্চায়েত ভোট আসছে। মানুষের প্রশ্ন, এবার কি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে?

সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক

সাতের পাতায় দেখুন

দিল্লির অবস্থান মঞ্চে এস ইউ সি আই (সি)

২ মে দিল্লিতে কুস্তিগিরদের অবস্থানে বক্তব্য রাখছেন দলের পূর্বতন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল। সংহতি জানিয়ে দলের পক্ষ থেকে একটি চিঠি তিনি আন্দোলনকারীদের হাতে তুলে দেন। বিস্তারিত সংবাদ আটের পাতায়

মেডিকেল শিক্ষাতেও জ্যোতিষ!

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার সিলেবাসে যে যথেচ্ছাচার চালাচ্ছে তাতে কোনও কিছুই আর অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না, তা বিশ্বের মানুষের কাছে যত হাস্যকরই হোক না কেন। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির অনুসরণে তথাকথিত ‘ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম’কে চিকিৎসা শাস্ত্রে কার্যকরী করার প্রয়াস হিসেবে সম্প্রতি ‘ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ মেডিসিন’ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতক স্তরে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োগের কোর্স চালু করেছে। সংবাদে প্রকাশ এই কোর্সে ইতিমধ্যে ১০০০ জন শিক্ষার্থী পড়ার জন্য আবেদন করেছে।

এই সংবাদ যতই আজগুবি ও হাস্যকর মনে হোক না কেন, ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ’-এর উপাচার্য ডঃ সঞ্জীব শর্মার মতে, ‘আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের খুবই সাহায্য করবে, কারণ মানুষের জন্ম কুণ্ডলী অনুসারে গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্তন মানুষের শরীর এবং মনের উপরে সরাসরি প্রভাব ফেলে।’ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সায়েন্সে-এর চেয়ারম্যান ডঃ সুনীল শর্মা একে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘বায়ু, পিত্ত ও কফের ভারসাম্যের অভাবে অনেক রোগ হয় যা গ্রহের অবস্থান অধ্যয়ন করে শনাক্ত করা যায়’।

২৫টি ভিডিও লেকচার সহ ১০ মাসের এই কোর্সের প্রণেতারা দাবি করেছেন, পেটের রোগ, জ্বর, হৃদরোগ, যক্ষা সহ অন্যান্য অসংখ্য রোগের কারণ জ্যোতিষী মতে রোগীর গ্রহ ও রাশির অবস্থানের ভিত্তিতে নির্ণয় করে উপযুক্ত নিদান ও ওষুধ প্রদান করা হবে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে, বর্তমানে তার প্রভাব আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানেও কিছুটা পড়েছে। এই অবস্থায় নতুন করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োগ কতটা প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়?

জ্যোতিষ মতে সূর্য ও চাঁদ উভয়ই গ্রহ

দেখা যাক জ্যোতিষশাস্ত্র এ ব্যাপারে কী বলে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে, আকাশে বর্তমান কয়েকটি জ্যোতিষ্ক বিশেষত নয়টি গ্রহ— সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু— এর প্রভাব মানব দেহ এবং জীবনে বর্তায়। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক, সূর্য এবং চন্দ্র এরা কেউই তো গ্রহ নয়, সূর্য একটি নক্ষত্র, চন্দ্র একটি উপগ্রহ। রাহু এবং কেতু দুটি মহাকাশের কাল্পনিক বিন্দু, বাস্তবে যাদের কোনও অস্তিত্ব নেই, যেখানে সূর্য এবং পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদের অবস্থানের ফলে সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ হয়। আরও প্রশ্ন জাগে, পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ, মানব শরীরে তার প্রভাব যদি থাকে, তবে যে পৃথিবী গ্রহে আমরা বাস করি তার কোনও প্রভাব নেই! এটা কীভাবে সম্ভব? জ্যোতিষশাস্ত্রে তার কোনও উত্তর নেই।

দুয়ের পাতায় দেখুন

অবিলম্বে মণিপুরে শান্তি ফেরানোর দাবি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৫ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের মদতে মণিপুরে সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের হাতে জনজাতি এবং জনজাতি-বহির্ভূত সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের উপর হামলা হচ্ছে। অনেককে হত্যা করা হচ্ছে। আমরা দাবি করছি, এই সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ করার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারকেই কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। অতি দ্রুত স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ দাবি করেন, রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের ন্যায্য দাবিগুলিকে যথাযথ মূল্য দিয়ে তা পূরণ করার জন্য রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। এর অন্যথা হলে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আরও বেশি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বালাবে।

মেডিকেল শিক্ষাতেও জ্যোতিষ!

একের পাতার পর

জ্যোতিষ তিনটি গ্রহের অস্তিত্বই মানে না

বাস্তবে যে তিনটি গ্রহ আছে— ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো, জ্যোতিষ শাস্ত্রে এদের কোনও অস্তিত্বই নেই। এছাড়া পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের প্রভাব থাকলেও মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এদেরও যে উপগ্রহগুলি আছে যাদের মধ্যে কোনও কোনওটা চাঁদের চেয়েও বড়, সেগুলির কোনও প্রভাব নেই কেন? জ্যোতিষশাস্ত্র এর কোনও জবাব দিতে পারবে না। কারণ, জ্যোতিষ শাস্ত্র যারা লিখেছিলেন (ফলিত জ্যোতিষের প্রথম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হল বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, যা লেখা হয়েছিল সপ্তম/অষ্টম শতকে) বা ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখন ওই তিনটি গ্রহ এবং অন্যান্য উপগ্রহগুলি খালি চোখে দেখা যেত না। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে টেলিস্কোপের সাহায্যে এদের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। খালি চোখে আকাশে প্রায় সাড়ে চার হাজার তারা বা নক্ষত্র দেখা যায় অথচ জ্যোতিষশাস্ত্রে মাত্র ১০৮টি নক্ষত্রের উল্লেখ আছে এবং তাদের প্রভাব আছে। বাকি হাজার হাজার নক্ষত্রের মানব মননে ও জীবনে কোনও প্রভাব নেই কেন? জ্যোতিষশাস্ত্রে এর কোনও জবাব নেই।

জ্যোতিষ শাস্ত্র কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব ধারণার বিরোধী

আসলে দেড় হাজার বছর আগে লিখিত জ্যোতিষ শাস্ত্র সেদিনের সীমাবদ্ধজ্ঞানের ভিত্তিতে (ভূ-কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা) মহাকাশে বিভিন্ন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের গতিবিধি লক্ষ করে এই শাস্ত্রকাররা যা কল্পনা করেছিল আজও জ্যোতিষীরা প্রায় তাই মেনে চলেছেন। কোপার্নিকাস কর্তৃক আবিষ্কৃত সৌরকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা অনুযায়ী আধুনিক বিজ্ঞান মহাকাশ এবং মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে যে নতুন ধারণা নিয়ে এসেছে তা তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। আজকের দিনে স্কুল-ছাত্ররাও সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের কথা জানলেও জ্যোতিষীরা কিন্তু পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বের তত্ত্ব মেনে চলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের চেম্বারে আধুনিক কম্পিউটার ব্যবহার করেন। কিন্তু তাতেই বিষয়টা আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যার অনুসারী হয়ে যায় না। কারণ কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র মাত্র, তাতে যে 'ডাটা এন্ট্রি' করে দেওয়া হবে তার ভিত্তিতেই সেটা পরিচালিত হবে। কম্পিউটর দেখে এবং অধিকাংশ জ্যোতিষীর বুজরুকি কথাবার্তা শুনে অনেকেই সরল বা অন্ধবিশ্বাসে মনে করেন বোধহয় জ্যোতিষশাস্ত্রটা আজকাল বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি মেনেই কাজ করছে।

মানব দেহ-মনে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই

দেখা যাক গ্রহ নক্ষত্র ও রাশিগুলির প্রভাব মানবদেহ ও মনে কাজ করতে পারে কি না? স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞানও যাঁরা অল্পবিস্তর পড়েছেন, তাঁরা জানেন, চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। এটা যদি সত্য হয় তাহলে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় বাতের ব্যথা বাড়বে না কেন? অথবা মানসিক রোগে চাঁদের একটা বড় ভূমিকা আছে। এটাই বহুল প্রচলিত ধারণা। দেখা যাক এটা কতটা যুক্তিসম্মত? জ্যোতিষী মতে পূর্বে উল্লেখিত লক্ষ কোটি মাইল দূরে মহাকাশে অবস্থিত গ্রহ নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কগুলির থেকে অজ্ঞাত এক শক্তিশালী বল নির্গত হয়, যার প্রভাব জন্মলগ্নে মানুষের দেহে এবং মনে পড়ে। বাতের মতো বহু রোগের কারণ এটাই। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে কোনও শক্তিশালী 'বল' নয়, মহাকাশে একটি মাত্র বল কাজ করে তা হচ্ছে 'মহাকর্ষীয় বল' যা অত্যন্ত দুর্বল এবং তা মানুষ সহ প্রতিটি বস্তুর উপরে একইভাবে কাজ করে। জ্যোতিষীরা যদি বলেন, না 'মহাকর্ষ বল' নয় এটা অন্য কোনও 'বল'! তাহলে সেটা কী ও কোনও পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়েছে এবং তা কীভাবে মানুষের শরীরে ও মনে ক্রিয়া করে সেটা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে হবে। কার্য-কারণ সম্পর্ক দেখাতে হবে। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে এর কোনও স্পষ্ট উত্তর নেই।

মানবজীবনে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের রেনেসাঁস আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, তার 'ফলিত জ্যোতিষ' প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বাতের ব্যথা বাড়ে ইত্যাদি যুক্তি, কুযুক্তি। কালকার ঝড়ে আমার বাগানে কাঁঠাল ভাঙিয়াছে, অতএব হরিচরণের কলেরা কেন না হইবে এরূপ যুক্তির অবতারণায় বিশেষ লাভ নাই। গ্রহগুলো কি অকারণে এ রাশি ও রাশি ছুটিয়া বেড়াইতেছে যদি উহাদের গতিবিধির সহিত আমার শুভাশুভর কোনও সম্পর্কই না থাকিবে, এরূপ যুক্তিও কুযুক্তি'। একটি বাক্যের মাঝখানে কারণ এবং অতএব লিখে দিলেই তার দ্বারা কিছু প্রমাণ হ য় না। কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা দুটো ঘটনাকেই সম্পর্কিত হতে হবে।

চাঁদের প্রভাবে মানসিক রোগ— জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই বক্তব্য ভ্রান্ত

দেখা যাক, চাঁদের সঙ্গে মানসিক রোগের কী সম্পর্ক আছে? প্রাচীনকালে মানুষ যখন মহাকাশের দিকে তাকিয়ে প্রকৃতি জগৎ সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করেছে তখন থেকেই মানুষের মনে চাঁদের প্রভাব আছে। মহাকাশে চাঁদের আকৃতির এবং প্রাত্যহিক গতির দ্রুত পরিবর্তন নানা ধরনের ধারণার জন্ম দিয়েছে— তার মধ্যে বেশ কিছু আজগুবি, অবাস্তব কল্পনা। প্রাচীনকালে মানুষ জ্ঞান ও চিন্তার সীমাবদ্ধতার জন্য চাঁদের গতি প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তনের কার্যকারণ সম্পর্ক ধরতে পারেনি। তারা প্রকৃতির বাহ্যিক সাদৃশ্য থেকে নানা সিদ্ধান্ত করেছে যার বেশিরভাগটাই ছিল ভ্রান্ত। জ্যোতিষের প্রবক্তারা চাঁদের এই অদ্ভুত গতিপ্রকৃতির সাথে মানসিক রোগীর অদ্ভুত আচার-আচরণ বা রোগের সাদৃশ্য খুঁজে পেতে চেয়েছেন যা ছিল ভ্রান্ত।

বহুদিন আগেই বিজ্ঞান বিশেষত মনোবিজ্ঞান মানসিক রোগের কারণগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে বের করেছে এবং তার চিকিৎসাও আবিষ্কৃত হয়েছে। চাঁদের প্রভাবেই যদি মানসিক রোগের সম্ভাবনা থাকতো তাহলে যত মহাকাশচারী চাঁদে পদার্পণ বা তার কাছাকাছি গেছেন তাদের প্রত্যেকেরই (লুনাটিক) মানসিক রোগী হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কেউ তা হননি। যদিও প্রাচীন কালের এই ভ্রান্ত ধারণা থেকেই মানসিক সমস্যা শব্দটি এসেছে, লুনা অর্থাৎ চাঁদ থেকে। আজও জ্যোতিষীরা দেড় হাজার বছরের ওই পুরনো ধারণা নিয়েই চলছে।

বাতের ব্যথার আবর্তন অমাবস্যা-পূর্ণিমা অনুযায়ী হয় না

এখন দেখা যাক, মানুষের শরীরে বাতের ব্যথা বাড়া কমার প্রশ্নে চাঁদের ভূমিকা কী? প্রচলিত ধারণা হল অমাবস্যা পূর্ণিমায় তা বাড়ে। কিন্তু বাস্তবে আমরা জানি বাতের ব্যথার একটা নিজস্ব চক্র আছে এবং সেটা প্রতিটি বাতের রোগীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চিকিৎসা বিজ্ঞান এটা প্রমাণ করেছে বাতের এই চক্র চাঁদের মাসিক গতিচক্র ২৯ দিন মেনে হয় না। এটা নির্ভর করে রোগীর শারীরিক অবস্থা ও রোগের প্রকোপের উপর, তাই প্রতি পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় যদি বাতের ব্যথা প্রবল হত তাহলে ওই সময় ডাক্তারের চেম্বারে লাইন পড়ে যেত অথবা ওষুধের দোকানে ব্যথার ওষুধের জন্য চাহিদা বাড়ত, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না।

এই চাঁদ সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের লালিত বিশ্বাস ও অম্যাবস্যা পুর্ণিমার দিনে বাতের রোগীর উপর মানসিক প্রভাব ফেলতে পারে। যাতে প্রকৃত ব্যথা না হলেও তিনি ব্যথা ভাবতে পারেন। উপরোক্ত ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে এটা প্রমাণ করে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বুজরুকি ও অন্ধবিশ্বাস ভিত্তিক অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লোক ঠকানো যেতে পারে, কিন্তু মানুষের ব্যাধির কোনও চিকিৎসা সম্ভব নয়।

যুক্তি নয়, বিশ্বাসনির্ভর শিক্ষাই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য

তাহলে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আসল উদ্দেশ্য কী? নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের পর থেকেই এই সরকার অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে একে কার্যকরী করতে চলেছে। ইতিমধ্যেই তারা 'ভারতীয় নয়া নলেজ সিস্টেম নামে একটি 'সোনার পাথরবাটি' আবিষ্কার করেছেন (সংঘ পরিবারের মতে, এতদিন যাবৎ আমরা ইউরোপীয় পাশ্চাত্য নলেজ সিস্টেম অনুসরণ করতাম!)। এর মাধ্যমে তারা তথাকথিত সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের আদলে শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে চাইছেন। যার সার কথা হলা, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর। অন্যদিকে ডিজিটাল এডুকেশন, ডিজিটাল ইকনমি ও আধুনিক শিল্পের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ শিল্প ও অর্থনীতিতে আধুনিক কারিগরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রয়োগ কর, আর শিক্ষা এবং চিন্তাভাবনার প্রশ্নে উগ্র জাতীয়তা, অন্ধতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও কূপমণ্ডুকতাকে প্রশ্রয় দাও! তাই গণেশের হাতির মাথাতে প্লাস্টিক সার্জারির অনুপম নমুনা দেখা যাচ্ছে! গান্ধারীর শত পুত্রের ক্ষেত্রে স্টেমসেল থিওরির প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে! মহাভারতের যুগে ইন্টারনেট টেলিভিশন পাওয়া যাচ্ছে! পুষ্পক রথে নয় হাজার বছর আগে এরোপ্লেন, এমনকি কোয়ান্টাম থিওরির সাথে অনুলোম বিলোমের মিল দেখানো হচ্ছে!

এ সবই দেশের মানুষকে বিনা তর্কে মেনে নিতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে। না করলে 'দেশবিরোধী' আখ্যা দেওয়া হতে পারে। তবে এভাবে চললে আগামী দিনে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র বুজরুকি শাস্ত্রে পরিণত হবে এবং লক্ষ লক্ষ রোগীর জীবন বিপন্ন হবে।

আয়ুর্বেদের প্রবক্তা চরক, সুশ্রুত প্রমাণ ও যুক্তিনির্ভরতার কথা বলেছেন

কেন্দ্রীয় সরকারের এই দূরভিসন্ধিমূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আয়ুর্বেদ জগতের লোকেরাও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। 'আইআইএসসি' ব্যাঙ্গালোরের 'হোমি ভাবা ফেলো' ও প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ডাক্তার জি এল কৃষ্ণের মতে, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্তি একটি পশ্চাদগামী পদক্ষেপ। এর দ্বারা প্রমাণভিত্তিক যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানের পরিবর্তে বিশ্বাসভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানে জ্যোতিষের প্রয়োগ এই চিকিৎসা শাস্ত্রের পদ্ধতিকেই দুর্বল করবে।

ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স বিএইচইউ-এর 'ফিজিওলজি'র প্রখ্যাত প্রফেসর কিশোর পটবর্ধন এর বক্তব্য, আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রণয়ন একটি ক্ষতিকারক দৃষ্টিভঙ্গি। এটা ছাত্রদের মধ্যে কুসংস্কার বাড়াতে সাহায্য করবে এবং তাদের রোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ থেকে বিচ্যুত করবে। বিএইচইউ-এর বিশিষ্ট প্রফেসর সুভাষ লাখোটিয়ার অভিমত হল, প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও জ্যোতির্বিজ্ঞানের (জ্যোতিষ শাস্ত্র নয়) উল্লেখ থাকলেও, আধুনিক কালে অন্ধভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতো অন্ধবিশ্বাসভিত্তিক পদ্ধতিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনুসরণ করা নিদারুণ ক্ষতিকারক হবে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবক্তা চরক ও সুশ্রুত 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ', 'সৈদ্ধান্তিক অনুমান' ও 'যুক্তি তর্ক'-কে অনুসরণ করতে বলেছেন। অথচ তার বিপরীতে গিয়ে আজ জ্যোতিষের মতো অন্ধবিশ্বাসকে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। এর দ্বারা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ও রোগী উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিণাম অত্যন্ত সর্বনাশা হবে। তিনি আরও বলেন, এই কোর্সের প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে কোনও রোগীর ক্ষেত্রে জন্মলগ্নে মঙ্গলের বিশেষ অবস্থান তার অস্থি মজ্জাকে দূষিত করবে। এমন শিক্ষার দ্বারা আয়ুর্বেদ ছাত্ররা 'চালিয়াতি' ছাড়া আর কী শিখবে?

দেশ জুড়ে প্রতিবাদ

তবে আশার কথা, শুধু আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রখ্যাত চিকিৎসক গবেষকরাই নন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন সর্বভারতীয় বিজ্ঞান সংগঠন 'ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি', চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সর্বভারতীয় সংগঠন 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার', সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতীদের সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি' সহ বিভিন্ন গণসংগঠন ও অসংখ্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। এরা জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, 'আমরা বিশ্বাস করি ভারতীয় শিক্ষার এই নিম্নগামিতা আমাদের জাতিকে অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আমরা নাগরিকদের এই প্রহসনের নীরব দর্শক হয়ে না থেকে আমাদের দেশে শিক্ষা রক্ষার জন্য প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাই'।

(তথ্যসূত্র ঃ 'জ্যোতিষ শাস্ত্র কি বিজ্ঞান', ব্রেকথ্রু প্রকাশনা, টাইমস অফ ইন্ডিয়া— ২২-০২-২৩, দ্য হিন্দু— ২২-০২-২৩, দ্য টেলিগ্রাফ— ১২-০১-২৩, আজকাল ২২.০২.২৩)

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কর্মসংস্থানের ফানুস ফেটে গেল

১৯৯০-এর দশক। তথ্য প্রযুক্তির আবির্ভাবের পর উন্নত দেশগুলিতে এই শিল্প কী অসম্ভবকে সম্ভব করছে তার কাহিনী তখন অনেকের মুখে। এ দেশে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের রমরমা নিয়ে গল্পের শেষ নেই। উচ্চমাধ্যমিকের পর কম্পিউটার শেখার বা তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজে ঢোকার প্রবল ঝোঁক তখন ছাত্র-যুবদের মধ্যে। চোখে রঙিন স্বপ্ন— দেশে বা বিদেশে মোটা মাইনের এবং বিশাল সম্মানের নিশ্চিত চাকরি। টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রো, মাইক্রোসফট, গুগলের মতো কোম্পানিতে সন্তানের চাকরি তখন যে কোনও বাবা-মায়ের কাছেই গর্বের বিষয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ছাত্র-যুবদের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিপুল চাকরির স্বপ্ন দেখাতেন। তেলেগু দেশম নেতা, অন্ধ্রপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের স্তুতিতে শীর্ষে ছিলেন। তিনি তার থেকে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতেও সচেষ্ট ছিলেন। বলেছিলেন, তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল প্রযুক্তিতে ভারতকে কেউ হারাতে পারবে না। অন্যান্য রাজ্যের শাসকরাও এই প্রতিযোগিতার ময়দানে নেমে গিয়েছিলেন। তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল মানুষের স্বপ্ন। শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বজুড়ে বহু মানুষ সেই স্বপ্নে বিচরণ করেছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তির এই বিপুল বিকাশ ও সম্ভাবনা দেখে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম একে বলেছিল 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব'।

কিন্তু একটি দশক যেতে না যেতেই বেকার যুবকদের স্বপ্ন একটু একটু করে ভাঙতে শুরু করল। ২০২৩-এ এসে তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। হঠাৎ কী কারণ ঘটল? পুরনো, নতুন সব ধরনের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় ব্যাপক হারে কর্মী ছাঁটাই হতে শুরু হল। দেখা যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে বিশ্বে এক বছরে প্রায় ২ হাজার বার ছাঁটাইয়ের কারণে কর্মহীন হয়েছেন ৫ লক্ষের বেশি মানুষ। এর দুই-তৃতীয়াংশ আমেরিকায়, ৩৫-৪০ হাজার ছাঁটাই নিয়ে বিশ্বের মধ্যে দু'নম্বরে রয়েছে ভারত। ভয়াবহ বিষয় হল, ২০২১-এর তুলনায় ২০২২-এ ছাঁটাই বেড়েছে ৬৪৯ শতাংশ। অ্যাকসেঞ্চারে ছাঁটাই হয়েছে ১৯ হাজার, অ্যামাজনে ১৮ হাজার, গুগলে ১২ হাজার, মেটা-তে ১১ হাজার, মাইক্রোসফটে ১০ হাজার, সেলসফোর্সে ৮ হাজার। টুইটার ছাঁটাই করেছে ৫০ শতাংশ কর্মী। ২০২৩-এ তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ছাঁটাই কর্মীর সংখ্যা আরও বেশি। ২০২২-এর নভেম্বরের পর মেটা ২০২৩-এর মার্চে আরও ১০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে এবং পাঁচ হাজার নতুন কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছে। ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সবচেয়ে বড় পাঁচটি প্রতিষ্ঠান টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রো, এইচসিএল, টেক মাহিন্দ্রা ২০২৩-এ মাত্র ৮৪ হাজার মতো নিয়োগ করেছে, যা গত বছরের থেকে ৬৯ শতাংশ কম। ইনফোসিসের জানুয়ারি-মার্চ আর্থিক ফলাফলের রিপোর্ট বলছে, কোম্পানির পে-রোলে থাকা ২৩ শতাংশ বা ৬৮,৫০০ কর্মীকে দেওয়ার মতো কাজ তাদের সংস্থার নেই। অথচ তাদের প্রতি মাসে বেতন দিতে হচ্ছে এবং এখন তারা কোম্পানির ঘাড়ে বোঝা হয়ে রয়েছে। ছাঁটাই চলছে ওলা ক্যাব, বাইজুস, সুইগি, জোম্যাটো, দুনজো, বেদান্ত ইত্যাদি সংস্থাগুলিতেও। আর বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ পুঁজিপতিদের সাহায্য করেছে শ্রমনিবিড় শিল্প থেকে পুঁজি সরিয়ে নিয়ে সেগুলিকে বন্ধ করতে। আর বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির আরও অভাবনীয় উন্নতি হয়ে এই প্রযুক্তিটি শিল্প ও উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অটোমেশনের একটি সামগ্রিক চলমান ব্যবস্থা তৈরি করেছে। এই যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি শুধু উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নয়, মানুষের সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগের মাধ্যমে বহু সমস্যার বিশ্লেষণ ও তার সমাধান করতে সক্ষম। তার ফলে কিছুদিন আগেও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের একটি শিল্পে যত কর্মীর প্রয়োজন হত, এখন আরও অনেক কম কর্মী দিয়ে আগের চাইতেও অনেক বেশি পরিমাণে কাজ করিয়ে নিতে পারছে এবং লক্ষ লক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী উদ্বৃত্ত হচ্ছে এবং তাদের উপর ছাঁটাইয়ের খড়্গ নেমে আসছে। বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কৃত্রিম মেধা (আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স) ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের প্রসার বাড়লেও কৃত্রিম মেধার ব্যবহারে চাকরির সুযোগ গত বছরের থেকে এ বছর ২৫ শতাংশ কমেছে। দেশের চারটি শীর্ষস্থানীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ ত্রৈমাসিকে নিয়োগ করেছে মাত্র ১৯৪০ জনকে, যা গত দু'বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। নতুন নিয়োগের চাহিদা যেমন তলানিতে, তেমনি শুরুতে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজের যে আপাত নিশ্চয়তা ছিল, তাও আজ নেই। তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানের অধিকারী হয়ে শিক্ষিত বেকার যুবকরা তাই কাজের খোঁজে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছে।

সরকার তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে শ্রম আইনের বেশ কিছু ধারাকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। ফলে এখানে মালিকরা কর্মচারীদের শোষণে আরও বেশি বেপরোয়া। শ্রম-আইন মানলে কর্মীদের যতটুকুও সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়, সে সবেরও কোনও বালাই নেই তাদের। সেজন্য কর্তৃপক্ষ প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা না দিয়েই দিন নেই, রাত নেই কর্মচারীদের যতক্ষণ ইচ্ছা খাটিয়ে নেয়। সমস্যা হল অল্প হলেও একদল তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী নিজেদের শ্রমিকশ্রেণির একজন বলে মনেও করেন না। কিন্তু মালিকদের শ্রমআইন না মানার কারণে যদি কেউ প্রতিবাদ করে তা হলে তার মেলে সারা জীবনের জন্য ছুটি। কারণ, উচ্চশিক্ষিত ও প্রযুক্তিগত ভাবে দক্ষ হাজার হাজার বেকার যুবক যে এখন যে কোনও বেতনে চাকরির আশায় বসে রয়েছে!

কেন্দ্রের মোদি সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর সম্প্রতি কেরালার এক কলেজে ছাত্র-যুবদের বলেছেন, ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ছাঁটাই হচ্ছে না, আমেরিকায় হচ্ছে। তাঁর কথা সত্য ধরলে দেশে ছাঁটাইয়ের সরকারি বা বেসরকারি পরিসংখ্যানগুলিকে মিথ্যা বলতে হয়। আর সরকারি তথ্যের ক্ষেত্রে মন্ত্রীর বক্তব্যকে কী বলা হবে তা বিজেপি নেতারাই ঠিক করুন।

ছাঁটাইয়ের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্মীদের দক্ষতার অভাব এবং বর্তমানে কাজের সাথে কর্মীদের পাল্লা দিতে না পারাকে অজুহাত করছেন। খোদ ইনফোসিসের এক কর্তার বক্তব্যে এই যুক্তির পক্ষে সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত বহু কর্মী রয়েছেন। কিন্তু এখানে আর্থিক বৃদ্ধির গতি খুব কম হচ্ছে। সেজন্য কর্মীদের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কেন আর্থিক বৃদ্ধিতে গতিহীনতা? বলা হচ্ছে, আমেরিকা এবং ইউরোপের ব্যাঙ্কিং, ফিনান্সিয়াল সার্ভিস

ছয়ের পাতায় দেখুন

অমর্ত্য সেনকে নিয়ে চরম অসভ্যতা

বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা যে ভাবে ক্রমাগত অপদস্থ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ ও মর্যাদাহানিকর মন্তব্য করে চলেছেন তাকে নিন্দা করার কোনও ভাষাই বোধহয় যথেষ্ট নয়। এ কথা ভাবতেও লজ্জা হচ্ছে যে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের বিশ্বভারতীর উপাচার্য। তাঁর এই ন্যূনতম সৌজন্যহীন, অভদ্র এবং অন্যায় আচরণ বিশ্বের কাছে ভারতের মাথা নিচু করে দিচ্ছে। হয় মানীর মান বোঝার মতো কোনও যোগ্যতা তাঁর নেই, আর না হয় অত্যন্ত পরিকল্পিত এক ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হিসাবে এই কাজ তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমটিই যদি কারণ হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এই মুহূর্তে তাঁকে এই পদ থেকে অপসারণ করা। দ্বিতীয় কারণটি সত্য হলে প্রতিটি দেশবাসীর উচিত সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

দু'ডেসিমেল জমি অতিরিক্ত রাখার অভিযোগ তুলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে যেভাবে 'উচ্ছেদ করার', 'বাড়ি ভেঙে ফেলার', 'বিড়ম্বনায় ফেলার' হুমকি দিয়ে যাচ্ছে তাতে এই সন্দেহ গভীর হয় যে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের আসল উদ্দেশ্য জমি উদ্ধার নয়, তাঁকে অসম্মানিত করা। যে বাড়িতে অমর্ত্য সেন বসবাস করেন তা পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত। তাঁর পিতা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের থেকে তা লিজ নিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষের যদি মনে হয় এই জমির কোনও অংশ বেআইনি তবে তা আইনি পথেই মিটিয়ে নেওয়া যেত। এমনকি উপাচার্য স্বয়ং যদি অধ্যাপক সেনের বাড়িতে গিয়ে তা মিটমাট করে নিতেন তাতে তাঁর সম্মানের কিছুমাত্র হানি ঘটত না, বরং লোকচক্ষে সম্মানবৃদ্ধিই ঘটত। তা না করে তাঁরা যা করছেন তা চরম অসভ্যতা ছাড়া কিছু নয়।

অমর্ত্য সেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভেদ-বিদ্বেষের রাজনীতির, ইতিহাস-বিকৃতির রাজনীতির বিরোধী। এই বিরোধিতা তিনি কখনও গোপন করেননি। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর সেকুলার মনোভাবও সকলের জানা। ফলে এমন এক খ্যাতনামা ব্যক্তি যে বিজেপি নেতৃত্বের আক্রমণের নিশানা হবেন, তা বুঝতে বর্তমান ভারতে কারও অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। কালবুর্গি, দাভোলকর, পানসারে, গৌরী লঙ্কেশের মতো বিজেপি-সংঘ পরিবারের চিন্তার বিরোধীদের এমনকি খুন পর্যন্ত হতে হয়েছে। বিজেপি নেতারা এর আগেও বিশ্ববরেণ্য ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব-এর অমর্যাদা করেছে। মানবাধিকার কর্মী থেকে শুরু করে বহু কবি সাহিত্যিক অধ্যাপককে জেলে ভরেছে। বুদ্ধিজীবীদের বিরোধিতা আটকাতে তাঁদের সকলকে 'কলমজীবী', 'আন্দোলনজীবী', 'দেশদ্রোহী' বলে দাগিয়ে দিয়েছে। আবার অন্য দিকে জনমনে যেহেতু অমর্ত্য সেনের বিদগ্ধ হিসাবে মর্যাদার জায়গা রয়েছে তাই বিজেপি নেতৃত্ব সরাসরি তাঁর বিরোধিতা না করে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে দিয়ে এ কাজ করাচ্ছেন। এ যদি না হত তবে বিজেপি নেতৃত্ব উপাচার্যের এই অর্বাচীন আচরণের বিরোধিতা করতেন, অবিলম্বে এমন আচরণ বন্ধ করতে নির্দেশ দিতেন। তার পরিবর্তে বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের নানা আচরণে এ ব্যাপারে তাঁদের সমর্থনই স্পষ্ট হচ্ছে।

বাস্তবে উপাচার্যের এ হেন আচরণ একই সাথে বিশ্বভারতীর সুনামেও কালি ছেটাচ্ছে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এই অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে রাজ্যবাসী তো বটেই সারা দেশের গণতান্ত্রিক মানুষের সোচ্চার হওয়া দরকার। কারণ, বুঝতে অসুবিধা নেই যে, অমর্ত্য সেনের অসম্মানের যদি বিরোধিতা না হয়, তবে শাসকের এই চরম ঔদ্ধত্য বাধা পাবে না এবং একবার যদি তারা এ কাজে সফল হয় তবে আগামী দিনে তাদের আক্রমণ থেকে নবজাগরণের চরিত্রগুলি, স্বাধীনতা আন্দোলনের চরিত্রগুলিও রেহাই পাবে না। কারণ আদর্শগত ভাবে এই চরিত্রগুলির সকলেরই যা অবস্থান তা শাসক বিজেপির বিভেদের, অন্ধকারের রাজনীতির বিরোধী। রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু নেতাজি সহ যাঁদেরই চিন্তা এবং কাজ যুক্তি, বিজ্ঞান এবং আধুনিকতার চর্চায় ভাস্বর, তাঁরাই বিজেপির বঙ্গ বিজয়ের পথে দুর্লঙ্ঘ বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন। শাসক শক্তি জানে, এ-সব চিন্তাকে গুঁড়িয়ে দিতে না পারলে, এই সব চরিত্রগুলির গায়ে কালি ছেটাতে না পারলে তাদের হিন্দুত্ববাদের সাম্প্রদায়িক বিজয়রথ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হবে। এ জন্যই তারা বিদ্যাসাগরের মূর্তিও ভেঙেছেন। অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে বিষোদগার সেই দুরভিসন্ধিরই অঙ্গ।

এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের কঠোর পরিশ্রমের ফসল বিশ্বভারতীকে বাঁচাতে, বাংলার মনীষার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে বাঁচাতে, অমর্ত্য সেনের মতো মানুষদের মর্যাদা রক্ষা করতে সব স্তরের মানুষের প্রতিবাদে মুখর হওয়ার মধ্য দিয়ে শাসকের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া জরুরি যে, মানীর মানহানির কোনও চেষ্টাকে দেশের মানুষ নীরবে মেনে নেবে না।

মহিষাদলে বিশ্ববিদ্যালয় চালুর দাবি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধ হয়ে থাকা নির্মাণ কাজে সরকারি অর্থ বরাদ্দ করে দ্রুত পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো তৈরি, উপাচার্য পদ সহ সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনে দ্রুত পঠন-পাঠন চালুর দাবিতে ২৭ এপ্রিল নিমতৌড়ির প্রশাসনিক দপ্তরে এআইডিএসও-র জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখিয়ে স্মারকলিপি দেন ছাত্রছাত্রীরা। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য সুমন্ত সী, জেলা আহ্বায়ক নিরুপমা বক্সী, দীপঙ্কর পাল প্রমুখ। তাঁরা বলেন, দাবি পূরণ না হলে জেলা জুড়ে সর্বস্তরের মানুষকে সংঘবদ্ধ করে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

সাহেবঘাটে কংক্রিট ব্রিজের দাবি

ঘাটাল বিডিওতে বিক্ষোভ

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ও দাসপুর ব্লকের মধ্যে সংযোগকারী শিলাবতী নদীর উপর সাহেবঘাটে অবিলম্বে কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণ, যতদিন তা না হচ্ছে সরকারি উদ্যোগে নিরাপদে ও বিনামূল্যে পারাপারের বন্দোবস্ত সহ সংযোগকারী রাস্তা পাকা করা এবং ওই স্থানে কাঠের সেতুর বর্তমান মালিকদের পক্ষ থেকে বাৎসরিক টোল ট্যাক্স আদায়ের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ২৮ এপ্রিল ঘাটাল বিডিও অফিসে এলাকার তিনশো ভুক্তভোগী মানুষ বিক্ষোভ দেখান। বিডিও অফিস চত্বর প্রায় দেড় ঘন্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিক্ষোভকারীরা এবং বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতিকে স্মারকলিপি দেন।। অবশেষে

পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি কমিটির দাবিগুলি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য জনসমক্ষে তুলে ধরলে বিক্ষোভকারীরা পথ অবরোধ তুলে নেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সাহেবঘাটের ওই স্থানে কংক্রিটের ব্রিজ ও সংযোগকারী পাকা রাস্তা হলে ঘাটাল মহকুমার রাজনগর, দেওয়ানচক-১, ২ ও অজবনগর-১ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় ৫০টি গ্রামের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। সম্প্রতি ওই দাবিতে রাজ্যের সেচমন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া না হলে কমিটি বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলে কমিটির পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নেতৃবৃন্দ।

কৃষিঋণ দেওয়ার নামে ব্যাঙ্কের প্রতারণা

পূর্ব মেদিনীপুরে ভগবানপুরের বিভীষণপুরে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ২০০৮ সালে বন্যার পর কৃষকদের কৃষিঋণ দেওয়ার নামে প্রতারণা করে। প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে দেখিয়ে প্রতি কৃষককে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা দেওয়া হয়। বাকি প্রায় ৪৭ হাজার টাকা তাদের নামে ফিক্সড ডিপোজিট করিয়ে তার রসিদ ব্যাঙ্ক নিজের কাছে রেখে দেয়। জানানো হয়, এ টাকা আর ফেরত দিতে হবে না। ফলে চাষিরা নিশ্চিন্তে সেই টাকা খরচ করেন।

এরপর ২০১৭ সালে ওই ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ঋণ-খেলাপি বাবদ বিপুল পরিমাণ টাকা দাবি করে কৃষকদের নোটিশ পাঠান। পরে চাষিদের বাড়িতে বাড়িতে এজেন্ট পাঠিয়ে চাপ দেওয়া হয় এবং তাদের সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া কৃষক-বন্ধুবা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা কেটে নেওয়া হয়। চাপ সৃষ্টি করতে বহু গ্রাহকের সেভিংস অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ পর্যন্ত করে দেওয়া হয়।

এই অন্যায়ের প্রতিবাদ চেয়ে তিনশোরও বেশি কৃষক এলাকার নাগরিক সংগঠন 'ভগবানপুর প্রতিবাদী মঞ্চ'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গ্রামে গ্রামে গ্রাহকদের প্রতিবাদী গণকমিটি গড়ে ওঠে। ব্যাঙ্কের বিভীষণপুর শাখার সামনে একাধিক বার বিক্ষোভ দেখানো হয়। তিন মাস আগে সেখানে প্রতারিত চাষিরা বিক্ষোভ অবস্থান করেন। শেষে ব্যাঙ্কের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সমস্যা সমাধানে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরেও ব্রাঞ্চম্যানেজার ও এজেন্টরা নানা ভাবে কালহরণ করে চাষিদের হয়রান করতে থাকেন। লাগাতার বিক্ষোভ চলতে থাকে। আন্দোলনের চাপে ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ নামমাত্র টাকায় ঋণ মকুব করতে বাধ্য হন। সমস্ত এপ্রিল মাস জুড়ে এই প্রক্রিয়া চলেছে এবং প্রত্যেকের হাতে ঋণ মকুবের শংসাপত্র তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ।

ভগবানপুর প্রতিবাদী মঞ্চের পক্ষে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন অজিত ভুঁইয়া, বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী, আজিজুর রহমান, অশোক মাইতি, রঞ্জিত গিরি, শক্তি মান্না, শচীন মান্না, এআইকেকেএমএস-এর জেলা সম্পাদক জগদীশ সাউ। আন্দোলনে সহযোগিতা করেন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের রাজ্য সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস।

মহিলা কুস্তিগিরদের সমর্থনে হরিয়ানায় বিক্ষোভ

আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের সমর্থনে ৬ মে হরিয়ানার চরখি দাদরিতে নির্মাণ শ্রমিক ও কৃষকদের একটি মিছিল দাদরি বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল করে

রোহতক চকে যায়। সেখানে যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। রাজ্যের ভবন নির্মাণ কারিগর মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে এই কর্মসূচিতে অংশ নেয় এআইকেকেএমএস-এর ভিওয়ানি জেলা কমিটি। ছিলেন শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক রাজকুমার বাসিয়া, এআইকেকেএমএস-এর জেলা সম্পাদক মাস্টার বস্তিরাম, রোহতাশ সিংহ, নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা প্রধান মনিরাম প্রমুখ।

হোসিয়ারি শ্রমিকদের স্মারকলিপি

সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অনুসারে অবিলম্বে হোসিয়ারি শ্রমিকদের রেটবৃদ্ধির দাবিতে ২৯ এপ্রিল এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নবমহাকরণে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

ইউনিয়নের অভিযোগ, ২০২০-২৩ এই ৪ বছরে ছ'বার রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরি বাড়ালেও হোসিয়ারি মালিকরা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সেই বর্ধিত হার কার্যকর করেনি। দপ্তরের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার (প্রশাসন) স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। তিনি শীঘ্র সমস্ত মালিক অ্যাসোসিয়েশন ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে যৌথ মিটিং করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

সোয়াদিঘি খাল সংস্কারের দাবি

তমলুক মহকুমার সোয়াদিঘি খাল অবিলম্বে পূর্ণ সংস্কার, খালের মূলস্রোত আটকে তৈরি অবৈধ কাঠামোগুলি উচ্ছেদ ও দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, সোয়াদিঘি লকগেটের সাটারগুলি সেচ দপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ, কাঠের সেতুগুলিকে কংক্রিট করা সহ পাঁচ দফা দাবিতে ২৬ এপ্রিল সোয়াদিঘি খাল সংস্কার সমিতির পক্ষ থেকে সেচ দপ্তরে সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং এসডিও-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সমিতির সম্পাদক মধুসূদন বেরা সহ অশোক মাইতি, চন্দ্রমোহন মানিক, নিবাস মানিক, গিরিধারী সামন্ত প্রমুখ।

ভ্রম সংশোধন ঃ গণদাবীর গত সংখ্যায় মে দিবসের নিবন্ধে প্যারিসের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ১৪ জুলাইয়ের সভার সময়কাল ১৮৯৯-এর পরিবর্তে ১৮৮৯ হবে।

কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে চিকিৎসায় ব্যাপক গাফিলতির প্রতিবাদ এমএসসি-র

নদীয়ায় কল্যাণীর জেএনএম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের গাফিলতিতে এবং সংক্রমিত সূচ ব্যবহার করার পরিণামে ডায়ালিসিস করতে আসা ছ'জন রোগী এইচআইভি পজিটিভ হয়ে পড়েন। এই ভয়ানক ঘটনার প্রতিবাদে ৪ মে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের নদিয়া জেলার উদ্যোগে হাসপাতাল গেটে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। সংগঠনের পক্ষ থেকে হাসপাতালের

সুপার এবং মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন দিতে যান যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ স্বপন বিশ্বাসের নেতৃত্বে চারজনের একটি প্রতিনিধি দল। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক ডাঃ অপূর্ব রায় এবং জেলা সভাপতি ডাঃ সত্যজিৎ রায়। বক্তারা সকলেই সংক্রমণের জন্য দায়ী চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শাস্তি এবং সরকারের পক্ষ থেকে সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নেওয়ার দাবি জানান।

রাজ্যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত

মুম্বাই ঃ ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (সি)-র ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলের মুম্বাই সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে দাদারে ছবিলদাস হাইস্কুলে ৩০ এপ্রিল একটি জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড অনিল ত্যাগী। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশিস রায়।

লিটল আন্দামানে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনে সামিল হন এলাকার মানুষ

শ্রীনগর গাড়ওয়াল ঃ দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে উত্তরাখণ্ডে শ্রীনগর গাড়ওয়ালের রামলীলা ময়দানে ২৬ এপ্রিল একটি সভা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দলের প্রবীণ কর্মী কমরেড রেশমা পানওয়ার, দলের উত্তরাখণ্ড সংগঠনী কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুকেশ সেমওয়াল। সভা পরিচালনা করেন কমরেড বিজেতা এবং কমরেড সন্দীপ।

আন্দোলনরত মহিলা কুস্তিগিরদের সমর্থনে ঝাড়খণ্ডে সংহতি দিবস এআইডিএসও-র

যৌন নির্যাতনের দায়ে অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ ও ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের শাস্তির দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তরে অবস্থাননরত মহিলা কুস্তিগিরদের আন্দোলনের সমর্থনে ৪ মে রাজ্যে রাজ্যে সংহতি দিবস পালন করল এআইডিএসও। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হয়ে আন্দোলনের পাশে থাকার শপথ নেয়।

পূর্ব সিংভূম ঃ জামশেদপুরের সাকচি গোলচক্করে এই উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হন (উপরের ছবি)। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সোহন মাহাতো, সহসভাপতি রিঙ্কি বনসিরিয়ার, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমন কুমার সিং প্রমুখ। সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সামসুল আলম, রাজ্য সভাপতি সমর মাহাতো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রাঁচি ঃ সংহতি দিবস উপলক্ষে রাম লখন সিংহ যাদব মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশ হয়। রাঁচি জেলা সম্পাদক খুশবু কুমারী বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য অফিস সম্পাদক শ্যামল মাঝি।

সরাইকেলা ঃ চান্ডিল বাজারের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সোহন মাহাতো, জেলা সম্পাদক প্রভাত মাহাতো। জেলা সভাপতি বিশ্বেশ্বর মাহাতো উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম সিংভূম ঃ চাইবাসায় সংহতি দিবসের কর্মসূচিতে সামিল হন হকি খেলোয়াড়রাও (নিচের ছবি)।

মহিলা কুস্তিগিরদের আন্দোলন দেশব্যাপী প্রতিবাদের মশাল জ্বালিয়েছে

মহিলা কুস্তিগিরদের উপর যৌন নির্যাতন চালানোয় অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ তথা ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের শাস্তির দাবিতে ৩ মে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির গেটে বিক্ষোভ দেখায় এআইডিএসও সহ বিভিন্ন বাম-গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন। এই বিক্ষোভ সভা থেকে দিল্লির যন্তর মন্তরে অবস্থানরত মহিলা কুস্তিগিরদের প্রতি সংহতি জানানো হয়। শান্তিপূর্ণ এই বিক্ষোভ রুখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা দিল্লি পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে এবং লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্রীদের সাথে অভব্য আচরণ করে পুলিশ। লাঠির ঘায়ে বহু ছাত্রছাত্রী আহত হন।

যন্তরমন্তরে ছাত্র বিক্ষোভ

বিক্ষোভকারী ছাড়াও সেখানে উপস্থিত অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদেরও পুলিশ আক্রমণ করে। এআইডিএসও-র দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড শ্রেয়া, কোষাধ্যক্ষ কমরেড আদ্রিকা, রাজ্য কাউন্সিল সদস্য কমরেড সাহিল, সংগঠনের সদস্য কমরেড লিপি, কমরেড দর্শন সহ বহুজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ৪ মে সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশ জুড়ে সংহতি দিবস পালিত হয়।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ছাত্রদের উপর পুলিশি হামলা

অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠনের সংহতি ঃ এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান ৬ মে এক বিবৃতিতে যন্তরমন্তরে অবস্থানরত মহিলা কুস্তিগিরদের আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সংহতি জানিয়ে তাঁদের সমর্থনে দেশ জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পদক জিতে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন যে মহিলা কুস্তিগিররা, তাঁদের উপর এই নিপীড়ন জাতীয় লজ্জা। যৌন নির্যাতনকারী বিজেপি সাংসদের শাস্তির দাবিতে পুলিশি জুলুম অগ্রাহ্য করে তাঁদের এই আন্দোলন দেশজুড়ে অভিনন্দিত হয়েছে। ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য মহিলা কুস্তিগিরদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

যন্তরমন্তরে মহিলা সমাবেশ

প্রতিবাদ এআইএমএসএস-এর ঃ যন্তরমন্তরে অবস্থানরত মহিলা কুস্তিগিরদের উপর ৩ মে গভীর রাতে পুরুষ পুলিশ, যাদের কেউ কেউ আবার মদ্যপ ছিলেন, যেভাবে হামলা চালায়, তার তীব্র নিন্দা করেছে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। ৪ মে এক বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে যৌন নির্যাতনকারী বিজেপি সাংসদ ও ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিং-কে অবিলম্বে গ্রেফতার ও হামলাকারী পুলিশদের সাসপেন্ড করে দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

জামশেদপুরে ছাত্রদের জন্য বাস পরিষেবা চালুর দাবি

ঝাড়খন্ড রাজ্যের জামশেদপুরের কলেজগুলিতে দূরদূরান্তের নানা এলাকা থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসেন, যাঁদের অনেকেই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। পড়াশোনার খরচ চালানোর পাশাপাশি যাতায়াতের খরচ জোগাতে না পারায় তাঁদের অনেককেই পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয়।

এই অবস্থায় কলেজগুলিতে বাস পরিষেবা চালু ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভাড়া অর্ধেক করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে। এই দাবিতে কলেজে কলেজে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে। একই দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে ৫ মে জেলাশাসকের দফতরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সমর মাহাতো। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পূর্ব সিংভূম জেলা কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার যাদব, শুভম কুমার ঝা প্রমুখ।

পাঠকের মতামত

চাষিদের আত্মহত্যা ঠেকাতে কেন্দ্র ও রাজ্য উদাসীন

ভয়ঙ্কর এক সংকটের মুখে পশ্চিমবাংলার আলু চাষিরা। ডিজেলের দাম বাড়ার জন্য এবং এমআরপি-র চেয়েও বেশি মূল্যে সার কেনার কারণে চাষের খরচ অনেক বেড়েছে। কৃষকের উৎপাদিত আলুর দাম এখন যে তলানিতে, তাতে লাভ তো দূরের কথা, চাষের খরচটুকু ওঠারও কোনও সম্ভাবনা নেই। অনেক কৃষক আবার ঋণ করে আলু চাষ করেছেন ফলে এই দামে আলু বিক্রি করলে না হবে ঋণশোধ না উঠবে চাষের খরচ।

কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার হাত গুটিয়ে বসে আছে, কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কৃষকদের ভাগ্য পুরোপুরি মহাজন তথা পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। আর মহাজন তথা পুঁজিপতিদের ধর্ম একটাই— মুনাফা। অর্থাৎ জলের দরে ফসল কিনে মজুত করে রেখে পরে সেই ফসল সাধারণ মানুষের কাছে দ্বিগুণ-তিনগুণ দামে বিক্রি করে সর্বোচ্চ লাভ করা। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭৫ বছর পরেও কোনও সরকার কৃষকদের স্বার্থে এমন কোনও পদক্ষেপ বা আইন করেনি যাতে তারা ফসলের সঠিক মূল্য পায়। ফলে সারা দেশ জুড়ে হাজার হাজার কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে, ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে ঋণের জালে জড়িয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। ১৯৯৫ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত দেশে ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪ শো ৩৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।

পরাধীন ভারতে কৃষকদের দুর্গতি দেখে সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, "কৃষকরা সংঘবদ্ধ হোন, তাহা না হইলে আপনাদের অধিকার, দাবি স্বীকৃতি পাইবে না। ইহা ভাগ্যের পরিহাস যে যাহারা খাদ্য উৎপাদন করেন তাহাদিগকে খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর স্বীকার হইতে হয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য কৃষকদের উচিত নিজেদের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট গড়িয়া তোলা।"

শহিদ ভগৎ সিং কৃষকদের সম্পর্কে বলেছিলেন, "সকলের মুখের অন্ন উৎপাদন করছে যে কৃষক, সে সপরিবারে উপবাসে মরছে, অন্য দিকে পুঁজিপতি শোষক, সমাজে যারা ঘুনপোকার মত বেঁচে আছে তারা নিজেদের লিপ্সা চরিতার্থ করতে কোটি কোটি টাকা জলের মতো খরচ করছে। এই পরিস্থিতি কখনওই চিরস্থায়ী হতে পারে না।" বিজেপি সরকারের সর্বনাশা কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে টানা ১৩ মাস আন্দোলন করে সাত শতাধিক কৃষকের শহিদের মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে, সরকারি নানা অত্যাচার পুলিশের জুলুম হুমকিকে উপেক্ষা করে দিল্লির সফল কৃষক আন্দোলন প্রমাণ করে দিয়েছে— যদি ঐক্যবদ্ধভাবে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তা হলে শাসকের, সরকারের মাথা নত করানো যায়।

রঞ্জিত কুমার রায়
মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

'বাস্তব জীবনের কঠিন চাপে পড়ে আমি কিছু করতে পারি না'— এ নিজের দুর্বলতাকে ভদ্রভাষায় আড়ালের চেষ্টা মাত্র

যেগুলোকে আপনারা বলেন, "বাস্তব জীবনের চাপ, সমাজজীবনের বাস্তবতা"। অথবা আপনি যখন বলেন, "বাস্তব জীবনের চাপে পড়ে আমি কিছু করতে পারি না", তখন সে কথার অর্থ কী? আসলে এ কথার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে শ্রেণিসংগ্রাম— প্রতিফলিত হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের উপর বুর্জোয়া চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শের আক্রমণ। 'বাস্তব জীবনের কঠিন চাপে পড়ে আমি কিছু করতে পারি না'— এটা আসলে নিজের দুর্বলতাকে ভদ্র ভাষায় আড়াল করার প্রচেষ্টা মাত্র। আসলে, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের উপর বুর্জোয়াশ্রেণির চক্রান্ত ও আক্রমণের অন্যতম রূপ হল, আপনার উপর এরূপ বাস্তব জীবনের চাপ সৃষ্টি করা, যার ফলে আপনি পঙ্গু হয়ে যাবেন, মানসিক শক্তি ও পরিশ্রম করবার শক্তি হারাবেন।

তা হলে আপনি 'বাস্তব জীবনের চাপ'— এ কথা বলছেন কেন? আপনার স্বীকার করা উচিত যে, আপনি বুর্জোয়াদের এ জাতীয় আক্রমণ সম্পর্কে অবিদিত ছিলেন এবং একে প্রতিরোধ করার কথা ভাবেনইনি। আসলে বুর্জোয়াদের চক্রান্ত, তাদের ক্ষয়িষ্ণু চিন্তাধারা ও আদর্শ আপনার উপরে কাজ করছে। আপনি যদি সতর্ক থাকতেন, তা হলে বুঝতে সক্ষম হতেন যে, তাদের চক্রান্তেরই একটা দিক হল আপনাকে দুর্বল করা। আমরা অনেক বড় বড় বিষয় বুঝি, কিন্তু দুঃখের কথা হল, এই সোজা ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি না। এটাই প্রমাণ করে, আমরা কী রকম উপর উপর বুঝি। ... শুধু বই পড়ে মার্ক্সবাদ বোঝা যায় না বা এই বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র তখনই আপনি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ঠিক ঠিক বুঝতে পারবেন, যখন আপনি জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রস ও আবেগের সঙ্গে মিলিয়ে একে গ্রহণ করবেন এবং রক্ত-মাংসের সঙ্গে একে মেশাতে পারবেন।

আমাদের বোঝা উচিত, যে জিনিসগুলো আমাদের মানসিক কাঠামোর মধ্যে উদয় হচ্ছে, সেগুলো হয় শ্রমিক আন্দোলন, আর নয় তো বুর্জোয়া আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। এই সহজ বিষয়টা আমাদের গোলমাল হয়ে যায় কেন? যখন কারও ভেতরে এরূপ মানসিকতা দেখা যায় যে, সে সবসময় হতাশা অনুভব করে এবং জীবনে কোনও কিছুর ভেতরেই কোনও উৎসাহ পায় না— তখন সে কি বোঝে যে, এই মানসিকতা তার উপর বুর্জোয়া আদর্শেরই প্রভাবের ফল এবং তা সর্বশেষ বিচারে বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করে না? ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া আদর্শই এ ধরনের অনীহা, নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতার জন্ম দেয়। কারণ, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কোনও চিন্তা-ভাবনা বা আদর্শই শ্রেণি উদ্দেশ্য, শ্রেণি স্বার্থবোধ থেকে মুক্ত হতে পারে না। শ্রেণি-চিন্তার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে, এরূপ কোনও মানসিকতা সমাজে থাকতে পারে কি?

'কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামের কয়েকটি দিক'
শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড

২০ বছরেই তথ্যপ্রযুক্তির ফানুস ফেটে গেল

তিনের পাতার পর

এবং বিমার ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অনিশ্চয়তার মেঘ দানা বেঁধেছে, তার ফলে চাহিদা বাড়ছে না। সেজন্য ছাঁটাই। কেউ মূল্যবৃদ্ধি এবং রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে মার্কিন অর্থনীতিতে ধাক্কাকে দায়ী করেছেন। কিন্তু এগুলি হল সমস্যাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা, সামগ্রিকতায় নয়। সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে তাকাতে হবে বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির গভীরে।

আসলে শিল্পপতি বা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ বিশেষজ্ঞরা ছাঁটাইয়ের যে কারণই দেখান না কেন, এর মূল কারণ বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তীব্র বাজার সংকট। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রও তার বাইরে নয়। সারা দুনিয়ার মতো ভারতের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রবল সংকটগ্রস্ত, মুমূর্ষু। বাজারের অভাবে সে আজ ধুঁকছে। সে কারণে ৯০-এর দশকে বিপুল কর্মসংস্থানের ধুয়ো তুলে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে জোয়ার এসেছিল, তা আজ বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা ক্ষেত্র সংকুচিত হলে পুঁজি মুনাফার তাগিদেই আর একটি ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ খুঁজতে থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে তীব্র বাজার সংকটে ভুগতে থাকা পুঁজি তথ্যপ্রযুক্তির নতুন ক্ষেত্র পেয়ে গিয়েছিল এবং সেই ক্ষেত্রে তখন আপাত জোয়ার এসেছিল। শ্রমিক-শোষণের নতুন এই ক্ষেত্রেও নতুন নতুন উপায়ে কর্মীদের শ্রম শোষণ করে বিপুল মুনাফা লুটতে থাকল মালিক। কিন্তু ক্রমে এই ক্ষেত্রের বাজার দখল নিয়েও যখন দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হল, ছোট কোম্পানিগুলিকে বড় পুঁজিপতিরা গিলতে শুরু করল, বাজার প্রসারণের সমস্ত সুযোগ বন্ধ হল, তখন থেকে এর ক্ষয় শুরু হল। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি অর্থনীতির সামনে যে বিরাট সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছিল, তাকে কাজে লাগাতে হলে উৎপাদন শিল্পের যে ধারাবাহিক বিকাশের প্রয়োজন ছিল, যেখানে এই প্রযুক্তিকে ক্রমাগত কাজে লাগানো যেত, পুঁজিবাদের চরম ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে তা আজ আর সম্ভব নয়। তাই তা মুষ্টিমেয় মালিকের মুনাফা বাড়াতে পারলেও বৃহত্তর বাজার তৈরি করতে পারল না। ফলে এই ক্ষেত্রেও ছাঁটাই তীব্র হতে থাকল। স্বপ্নের জোয়ারে ভাসা তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের কর্মীদের মধ্যেও হাহাকার পড়ে গেল।

যে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশকে 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছিল, সেই ফোরামই বলেছে ২০৩০ সালের মধ্যে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ৮০ কোটি মানুষের কাজ কেড়ে নেবে। কাজ চলে যাওয়া এই বিপুল মানুষের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রও রয়েছে।

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল বিশ্লেষণ করে বহুদিন আগেই মার্ক্স-এঙ্গেলস তাঁদের বিখ্যাত 'কমিউনিস্ট ইস্তেহার'-এ লিখেছিলেন, "বুর্জোয়া সমাজ যে সম্পদ উৎপন্ন করে তাকে ধারণ করার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা বড়ই সংকীর্ণ।" পরবর্তীকালে এঙ্গেলস তাঁর 'অ্যান্টি ড্যুরিং' বইয়ে লিখেছেন, "... যন্ত্রের উন্নতিসাধন মানব শ্রমকে অনাবশ্যক করে তোলে। যন্ত্রের প্রবর্তন ও প্রসার যেমন লক্ষ লক্ষ কায়িক শ্রমিককে স্থানচ্যুত করেছে, তেমনি যন্ত্রের উন্নতিসাধন অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় যন্ত্র-শ্রমিকদেরই অপসারিত করে, যার পরিণামে পুঁজির গড়পড়তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুরি-শ্রমিকের সৃষ্টি হয়..."। তিনি লিখেছেন — "আমরা দেখেছি, সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্য আধুনিক শিল্প-যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীলতাকে এমন একটি বাধ্যতামূলক নিয়মে পরিণত করে, যার ফলে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র শিল্প-পুঁজিপতি প্রতিনিয়ত তার যন্ত্রের উন্নতিসাধন ঘটাতে, নিরন্তর সে-যন্ত্রের উৎপাদনী ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটাতে বাধ্য হয়। ... ... কিন্তু ব্যাপকতা ও তীব্রতা উভয় দিক থেকেই বাজারের সম্প্রসারণ ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কতকগুলি নিয়ম প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই নিয়মগুলি তুলনায় অনেক কমজোরী। উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে বাজারের সম্প্রসারণ তাল রাখতে পারে না। সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং যেহেতু পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ না করা পর্যন্ত এই সংঘাতের সত্যিকারের কোনও সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, তাই সংঘাতগুলি পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হতে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদন আবার নতুন পাপচক্র জন্ম দেয়।"

এর ফলে যে কোনও ক্ষেত্র হোক না কেন, ছাঁটাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আবারও সেই পুরনো বিতর্ক উঠে আসে— যন্ত্রই কি শ্রমিকদের কাজ খেয়ে নিচ্ছে? বিজ্ঞান কি শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের মুখে ঠেলছে? এই প্রশ্নেও মার্ক্সের শিক্ষা স্মরণীয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল সমগ্র মানবসমাজের কাছে পৌঁছে দিতে মার্ক্স-এঙ্গেলস যে পথ দেখিয়েছেন তা হল, 'পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ' করা। এটিই শ্রমিকশ্রেণির ইতিহাস নির্ধারিত কর্তব্য। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের কর্মীরাও সেই কর্তব্য এড়িয়ে পারে না। এড়িয়ে গেলে সঙ্কটের স্থায়িত্ব এবং তীব্রতাই বাড়বে।

"... উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে বাজারের সম্প্রসারণ তাল রাখতে পারে না। সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং যেহেতু পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ না করা পর্যন্ত এই সংঘাতের সত্যিকারের কোনও সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, তাই সংঘাতগুলি পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হতে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদন আবার নতুন পাপচক্র জন্ম দেয়।"

‘নব জোয়ার যাত্রা’

একের পাতার পর

বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহার থেকে তাঁর ‘নব জোয়ার যাত্রা’ শুরু করে ডাক দিয়েছেন, ‘সন্ত্রাস বিহীন’ ভোট করার জন্য দলের গ্রামীণ কর্মীদের নিজেদের প্রার্থী বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এমনকি বিরোধীদের প্রতিও তাঁর দক্ষিণ্যের হাত বাড়িয়ে বলেছেন— দরকার হলে তিনি নিজে ও দলের সভাপতি দাঁড়িয়ে থেকে বিরোধীদের মনোনয়ন জমা করিয়ে দেবেন। শুনে যেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শাজাহান নাটকের জাহানারার মতো বলতে ইচ্ছা করে ‘চমৎকার, আবার বলি চমৎকার!’ তাঁর তত্ত্বাবধানে পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ঠিক করার জন্য নানা ব্লকে দলের আভ্যন্তরীণ ভোট চলছে। প্রতিটি জেলাতেই সেই ভোট এখন সাধারণ মানুষ তো বটেই পুলিশ-প্রশাসনেরও আতঙ্কে পরিণত হচ্ছে। দলের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলির সমর্থকরা নিজের গোষ্ঠীর প্রার্থীর টিকিট জোগাড়ের তাগিদে ব্যালট বক্স ভেঙে, ব্যালট পেপার ছিঁড়ে একে অপরকে আক্রমণ করে তাণ্ডব জুড়ছেন। যা চলছে তাকে বলা যায় ভোট সন্ত্রাসের স্টেজ রিহার্সাল। নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দলে সন্ত্রাসের মহড়া দিতে গিয়ে প্রাণহানি যাতে না হয় তা দেখতে প্রতি ব্লকেই পুলিশকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। দলীয় ভোট সামলাতে পুলিশ কেন, সে প্রশ্ন না হয় আপাতত তুলে রাখা গেল। রক্ত ঝরলেও প্রাণগুলো বাঁচুক, এ কামনা করে জনগণ অন্তত পুলিশের এটুকু অপব্যবহার মেনে না হয় নিলই!

২০১৮-তে গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় ‘রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে’ থেকে, ‘গুড় বাতাসা’ দিয়ে শুধু বীরভূমে নয়, জেলায় জেলায় কী ভাবে বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত তৈরি হয়েছে তা মানুষের স্মৃতি থেকে সহজে যাবার নয়। যা দেখে বহু তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকও বলেছেন, যে সব পঞ্চায়েতে এমনিতেই দল জিতত, সেখানেও এ ভাবে অন্য কাউকে মনোনয়ন জমা করতেই না দেওয়ার ফলে গ্রামে গ্রামে শাসকদলের সমর্থকদের মধ্যেও চাপা ক্ষোভ জমেছে, জনগণের থেকে শাসকদলের বিচ্ছিন্নতা বেড়েছে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রবল তৃণমূল বিরোধী হাওয়া ওঠার অন্যতম কারণও এটা। সে দলের নেতৃত্ব এর শিক্ষা নিতে চান কি না তাঁরাই বলতে পারবেন। তবে ঘটনাপ্রবাহ যে দিকে যাচ্ছে তাতে অনুমান করা যায় তৃণমূল কংগ্রেস তাদের পূর্বসূরি সিপিএম-কংগ্রেস এবং কেন্দ্রের বিজেপির অনুসৃত পথকেই শিরোধার্য করেছে। কিছু ক্ষেত্রে তাকে আরও জোরদার করেছে। কংগ্রেসের এই রূপ মানুষ দেখেছে স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় সব নির্বাচনে, বিশেষত ১৯৭২-এর ভোটে। বিজেপি শুধু ত্রিপুরা মডেলে ভোট সন্ত্রাস এবং বিরোধীশূন্য ভোটের যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তাকে ছাপিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম আমলে পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধী কোনও দলের হয়ে ভোটে কেউ দাঁড়াতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখা দিলেই সম্ভাব্য প্রার্থীর স্ত্রীর কাছে সাদা থান পৌঁছে যেত, গ্রামে গ্রামে হুমকি, বোমাবাজি, বাইক বাহিনীর দাপট কীভাবে বেড়ে যেত সে কথা সে দিনের সংবাদপত্রের পাতায় ধরা আছে। বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়ে সিপিএম নেতারা গায়ের জোরকেই ভোট জোগাড়ের মূল হাতিয়ার করে ফেলেছিলেন। তাঁরাও আজকের তৃণমূল কংগ্রেসের সুরেই বলতেন ‘বিরোধীরা প্রার্থী না পেলে আমরা তো আর দাঁড় করিয়ে দিতে পারব না’। সে দিন শত শত বুথে সব বিরোধী দল মিলে শূন্য বা নামমাত্র ভোট আর সিপিএমের বাক্সে সব ভোট কোন ম্যাজিকে চলে যেত তা জনগণ ভোলেনি। শাসকদের ভাষ্যটা একই— আমরাই থাকব, আর কেউ দাঁড়াতেও পারবে না।

এখন রাজ্য জুড়ে শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মানুষ সরব। চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন সরকারের কোনও চোখ রাঙানিতেই দমন করা যাচ্ছে না। সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, নার্স, চিকিৎসকরা ন্যায্য ডিএ এবং স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে যে আন্দোলন করছেন তা সরকারের কাছে মাথাব্যথার কারণ। তাই রাজ্য সরকার তথা শাসকদলের নেতৃত্ব পঞ্চায়েত ভোট কবে হবে তা নিয়েই ধোঁয়াশা তৈরি করছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত নাকি এ ব্যাপারে অন্ধকারে। ‘নব জোয়ার যাত্রা’-র হিড়িক তুলে বেশ কিছুদিন নির্বাচনটাকে পিছিয়ে দেওয়া, আর ‘সন্ত্রাসবিহীন’ ভোটের ভড়ং করে মানুষের চোখ মূল বিষয়গুলি থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়াই তাদের দলের এই যাত্রার উদ্দেশ্য।

প্রতিবার পঞ্চায়েত ভোট এলেই মনোনয়ন পর্ব থেকে শুরু করে ভোটের ফল বার হওয়া পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাসের আবহ চলতে থাকে। বহু প্রাণ অকালে ঝরে যায়, বোমা-গুলিতে রক্ত ঝরে বহু সাধারণ মানুষের। কিন্তু পঞ্চায়েত দখলে শাসক এবং বিরোধী উভয় পক্ষের ভোটবাজ দলগুলোর এত তীব্র আকাঙ্ক্ষা কেন? কেনই বা ভোটে রাজ্য বা কেন্দ্রের মসনদে থাকা দলের প্রার্থী হওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি, মারামারি? কোন সুবিধার আশায় ভোটে টিকিট পেতে নেতাদেরও ঘুষ দেওয়ার কথা শোনা যায়? ভোটের প্রচারে নেতারা জনসভায় বলেন, একটিবার সেবার সুযোগ দিন। ভোটের পর থেকে তাঁরা কেমন জনসেবা করেন তা সাধারণ মানুষ হাড়ে হাড়ে বোঝে। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতে ক্ষমতাসীন পদাধিকারী এমনকি রাজ্য-কেন্দ্রের শাসক দলের ব্লক স্তরের নেতাদেরও যে সব প্রাসাদোপম অট্টালিকা দেখা যাচ্ছে তার উৎস কী? এখন না হয় পশ্চিমবঙ্গে মাঝে মাঝেই শত শত কোটি টাকার বান্ডিলের ছবি সংবাদমাধ্যমে ভেসে উঠছে। কিন্তু এই অট্টালিকাগুলো তো বেশ কিছু বছর ধরেই গ্রামাঞ্চলে মাথা তুলছে। পঞ্চায়েত বাবুরাই গ্রামে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠেছে সেই সিপিএম আমল থেকেই। বহু গ্রামেই এই বাবুদের খুশি না করে সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রামে টিকে থাকাই মুশকিল। যে কারণে পূর্বতন সিপিএম সরকারের আমলেও জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রামে এক সিপিএম নেতার প্রাসাদ ভাঙার ছবি আন্দোলনের প্রতীক হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চায়েতের ক্ষমতা যে কত বড় সোনার খনির মালিকানা দেয় তার চিহ্ন এই সব প্রাসাদ।

পঞ্চায়েতের স্তরে স্তরে কাটমানি খাওয়ার অসংখ্য সুযোগ এই ব্যবস্থার মধ্যেই করা আছে। সম্প্রতি আবাস যোজনা নিয়ে হইচই ওঠায় এই কাটমানি এবং দুর্নীতির গভীরতাটা অনেকটা সামনে এসেছে। শুধু পঞ্চায়েতের জেতা প্রতিনিধিরা নয়, তাদের দলের ছোট বড় নেতাদেরও করে খাওয়া এবং নানা পথে রোজগারের বন্দোবস্ত করে দেয় পঞ্চায়েতের ক্ষমতা।

শুধু দুর্নীতি এবং টাকা কামানো নয়, পঞ্চায়েত এখন গ্রামাঞ্চলের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতারই উৎস। পঞ্চায়েতের ক্ষমতা হাতে থাকলে গরিব মানুষকে সুবিধার লোভ দেখিয়ে অথবা প্রাপ্য ন্যায্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখিয়ে তাদের ভোট কেনা যায়। সমস্ত পঞ্চায়েতেই তাই দেখা যায় গ্রামীণ কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূরা চেষ্টা করে রাজ্য অথবা কেন্দ্রের শাসকদলের সাথে না হলে অন্তত আগামী দিনে সরকারে আসতে পারে এমন তথাকথিত বড় দলের সাথে থাকতে। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর পঞ্চায়েতে অতি ক্ষীণ। বেশিরভাগ পঞ্চায়েত আজ সাধারণ মানুষকে নেতাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী করে রাখার বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এর জোরে যেমন দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, দলবাজি সবই করা যায়, একই সাথে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরকে গলাটিপে রুদ্ধ করার ক্ষমতাও হস্তগত হয়। আর্থিক এবং রাজনৈতিক লাভের ভাণ্ডার দখল করার জন্য পঞ্চায়েতে ক্ষমতা দখলে ভোটবাজ দলগুলোর মধ্যে যেমন হানাহানি চলে, তেমনই নিজের দলের মধ্যেও নিজের গোষ্ঠীর হাতে সব ক্ষমতা ধরে রাখতে খুনোখুনি-হানাহানির শেষ নেই। এ জন্যই বগটুইতে ঘর পোড়ে, বোমায় মানুষের প্রাণ যায়। নব জোয়ারের নামে এই পাঁককেই ঘুলিয়ে তুলেছেন তৃণমূল ককংগ্রেস নেতৃত্ব। তাই নতুন করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রক্ত ঝরছে, দলেরই দুই গোষ্ঠীতে মারামারি ব্যালট ছেঁড়াছেঁড়ি চলছে। এর সাথে যুক্ত দলদাস প্রশাসনের ভূমিকা। তারা শাসকদলের শত অন্যায় দেখেও পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো স্থবির হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্বে শুধু প্রার্থী ঠিক করা নিয়ে শাসকদলের নিজেদের গোষ্ঠীগত এই মারামারির ঘটনা দেখে সচেতন মানুষ বুঝবেনই— এ ভাবে যারা পঞ্চায়েতে শাসকদলের টিকিট জোগাড় করছে তারা জেতার জন্য মস্তান বাহিনীর পিছনে, পাড়ায় পাড়ায় মদ-মাদক বিতরণ করার কাজে, নানা অনৈতিক পথে ভোট জোগাড়ের ব্যাপারে অকাতরে খরচও করবে। জেতার পর সুদে আসলে তা উসুল করবে জনগণের ঘাড় ভেঙেই।

তাই শুধু ক্ষমতার সাথে থাকব, বড় দলের নেতা বলে যাদের ছবি কাগজ-টিভিতে দেখা যায় শুধু তাদের সঙ্গেই থাকব— গ্রামের মানুষ যদি এভাবে ভাবেন তাতে সর্বনাশ। পঞ্চায়েতেও সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরতে হলে সৎ লড়াকু প্রার্থী এবং আন্দোলনের রাজনৈতিক সঠিক শক্তিকে চেনা চাই। করে খাওয়ার রাজনীতির বিপরীতে জনস্বার্থ নিয়ে কাজ করবে এমন সৎ, সাহসী ব্যক্তিদের এগিয়ে এসে এই ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে আবার এই সব ভোটবাজ জনবিরোধী রাজনীতির কৌশলে মানুষ ঠকবে।

মে দিবস উদযাপনে পরিচারিকারা

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এবার যথাযোগ্য মর্যাদায় মে দিবস তথা শ্রমিক-সংহতি দিবস উদযাপন করলেন পরিচারিকা কর্মীরা। কোথাও সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির নিজস্ব উদ্যোগে এই দিনটি পালিত হয়, আবার কোথাও মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস বা শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে পরিচারিকারা অংশ নেন।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির খড়্গপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে দিনটি পালিত হয় খড়্গপুরে (ছবি)। শহিদ বেদিতে মাল্যদান, সঙ্গীত পরিবেশন এবং মে দিবসের ইতিহাস, তাৎপর্য ও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এই দিনটির আহ্বান নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন অংশগ্রহণকারীরা। মূল আলোচনা করেন সমিতির জেলা সম্পাদক জয়শ্রী চক্রবর্তী।

বাঁকুড়ায় সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মে দিবসের কর্মসূচিতে দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক লক্ষ্মী সরকার। সমিতির উদ্যোগে উদযাপিত মে দিবসে পুরুলিয়ায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক শোভা মাহাত। ঝাড়গ্রাম জেলায় সমিতির উদ্যোগে মে দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক নীতিকণা মাইতি। শিলিগুড়িতে সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মসূচি সংগঠিত করেন রূপা মহন্ত।

এর বাইরে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একাধিক এলাকায় সমিতির পক্ষ থেকে দিনটি উদযাপিত হয়।

হাওড়ায় শ্রমিক দিবস পালন আশাকর্মীদের

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে এবং আগামী দিনে দাবি অর্জনের লক্ষ্যে আশাকর্মীদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে ২৯ এপ্রিল বাগনানে হাওড়া গ্রামীণ জেলা আশাকর্মী ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন এবং এআইইউটিইউসি-র রাজ্য কমিটির সদস্য নিখিল বেরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের অন্যতম উপদেষ্টা অধ্যাপিকা অনুরূপা দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আশাকর্মী ইউনিয়নের হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির সভানেত্রী মধুমিতা মুখার্জি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

দিল্লিতে কুস্তিগিরদের আন্দোলন মঞ্চে এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (সি)-র প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ২ মে দিল্লির যন্তরমন্তরে অবস্থানরত মহিলা কুস্তিগির ও অন্যান্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করেন। বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক, বিনেশ ফোগত সহ অন্যান্যরা ন্যায়বিচারের জন্য যে আন্দোলন করছেন, তার প্রতি সমর্থন ও সংহতি জানিয়ে দলের পক্ষ থেকে লেখা একটি চিঠি তাঁদের হাতে তুলে দেন তিনি। এস ইউ সি আই (সি) এবং মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস-এর স্থানীয় কর্মীরাও এ দিন যন্তরমন্তরে উপস্থিত ছিলেন।

আন্দোলনকারী ক্রীড়াবিদদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাঃ মণ্ডল বলেন, সরকারের উচিত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ নেওয়া এবং পুলিশ প্রশাসনের উচিত, বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতার করে আদালতে তাঁর বিচার করা এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে দেশের আইন অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা। ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের পক্ষে তাঁর পদ একটি দিনের জন্যও আঁকড়ে থাকার কোনও নৈতিক যুক্তি নেই। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রথা মেনে অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।

তিনি বলেন, দেশ জুড়ে রাজ্যে রাজ্যে দলের প্রতিটি শাখা সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনকারী কুস্তিগিরদের সমর্থনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে চলেছে এবং যতদিন না তাঁদের দাবি আদায় হয়, ততদিন এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।

‘অবিলম্বে মহিলা কুস্তিগিরদের দাবি মানতে হবে’

রাষ্ট্রপতিকে চিঠি বুদ্ধিজীবী মঞ্চের

দিল্লির যন্তরমন্তরে অবস্থানরত কুস্তিগিরদের উপর ৩ মে রাতে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত দিল্লি পুলিশের অমানবিক আচরণের তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে আন্দোলনকারীদের দাবি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে ৫ মে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ-র পক্ষ থেকে ই-মেল মাধ্যমে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ ও ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের শাস্তির দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তরে যে মহিলা কুস্তিগিররা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলিতে সর্বোচ্চ পদকজয়ী। অবিলম্বে এ বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি, এই কুস্তিগিরদের উপর হামলা চালানোয় অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা।

গুজরাটের বরোদায় কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রচার

ঝাড়খণ্ডে এআইডিএসও-র শিক্ষাশিবির

এআইডিএসও-র ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ঘাটশিলায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে ১৬-১৭ এপ্রিল একটি শিক্ষাশিবির আয়োজিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের সামনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, দলের ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক রবীন সমাজপতি এবং এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ।

মে দিবস উপলক্ষে সভা

গুনা ঃ মধ্যপ্রদেশের গুনায় জয়স্তম্ভ চৌরাস্তায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ১ মে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এবং এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে শ্রমিক সভা হয় (উপরের ছবি)। বহু শ্রমজীবী মানুষের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সহসভাপতি নরেন্দ্র ভদোরিয়া, মোহর সিং লোধী প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিকাশ বনসল।

কলকাতা ঃ ঐতিহাসিক মে দিবস উপলক্ষে ১ মে ছয়টি কেন্দ্রীয় বাম ট্রেড ইউনিয়নের আহ্বানে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি কমরেড স্বপন ঘোষ (ছবি)। উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শান্তি ঘোষ প্রমুখ।

গোয়ালিয়র ঃ এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র শহরে ১ মে নানা কর্মসূচি পালিত হয়। বিকালে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির যুক্ত মিছিল হয়। ফুলবাগের শ্রমিক সভায় এআইইউটিইউসি-র জেলা ইনচার্জ রূপেশ জৈন সহ অন্যান্য সংগঠনের বক্তারাও বক্তব্য রাখেন।

কুস্তিগিরদের আন্দোলনে ছাত্র-যুবদের সংহতি

যৌন নির্যাতনকারী বিজেপি সাংসদ ও ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের শাস্তির দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে মহিলা কুস্তিগিররা লাগাতার যে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন, তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে ৪ মে এআইডিএসও দেশ জুড়ে সংহতি দিবস পালন করে। এই উপলক্ষে এ দিন এআইডিএসও সহ অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি দিল্লির যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। ৭ মে দেশের সর্বত্র ছাত্ররা সন্ধ্যায় মোমবাতি মিছিল করে।

২৮ এপ্রিল এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় কমিটি প্রতিবাদ দিবস পালন করে। রাজ্যে রাজ্যে প্রতিবাদ সভা হয়।

শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বিডিওকে স্মারকলিপি

পূর্ব মেদিনীপুরে মেচেদা বাসস্ট্যান্ডের পাশে সলিড-লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ, এলাকায় ভ্যাট তৈরি করে সেখানে জমা বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরির প্রকল্প পূর্ণাঙ্গ রূপে চালু এবং মেচেদা-বাঁপুর সেচ খালে বর্জ্য ফেলা বন্ধের দাবি সহ ছ'দফা দাবিতে ৪ মে ‘কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি’র পক্ষ থেকে শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

ট্রাম পরিষেবা চালু রাখার দাবিতে
বুদ্ধিজীবীদের ডাকে
নাগরিক কনভেনশন
স্টুডেন্টস হল
২০ মে, বিকেল ৫টা
বক্তা ঃ বিমল চট্টোপাধ্যায়, সুজাত ভদ্র, প্রতুল মুখার্জী, ভাস্কর গুপ্ত, সঞ্জয় মুখার্জী, অরুণ গাঙ্গুলী, ইকবাল আহমেদ প্রমুখ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com